দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ······ 3 FEB 2009
পৃষ্ঠা ··· ২ ··· কলাম ··· ৭ ···

মেয়র ভিসি ও পুলিশকে স্মারকলিপি

হলে অবস্থান ও ক্লাসে উপস্থিত হতে পারছে না রাবির শতাধিক ছাত্রদল কর্মী

রাবি সংবাদদাতা ঃ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারার কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রদল নেতা-কর্মীর শিক্ষাজীবন হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে। ক্যাম্পাসে ওইসব ছাত্রদল নেতা-কর্মীদেরকে দেখামাত্র ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের ওপর হামলা করছে। আতঙ্কে অনেকে হলে অবস্থান এবং নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারছে না। এসব ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও সকলেরই সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের দাবীতে গতকাল রাবি'র ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা রাজশাহী'র সিটি মেয়র, বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার ও ভিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে। এসময় প্রশাসন দোষীদের ব্যাপারে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ছাত্রদল পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচী দিতে বাধ্য হবে বলে তারা জানিয়েছে। স্মারকলিপি প্রদানকালে ছাত্রদলের অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সালাহ উদ্দিন, রানা, সাইফুল্লাহ হক সৌম্য, মামুনুর রশিদ মামুন, শফিকুর রহমান প্রমুখ। ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের অভিযোগ তারা ক্যাম্পাসের বাহিরে অবস্থান করায় বিভিন্ন হলে রুমগুলোতে থাকা তাদের আসবাবপত্রগুলোও লুন্ঠন করে নিয়েছে। যদিও কিছু রুমে তাদের জিনিসপত্র রয়েছে। কিন্তু সেগুলো ছাত্রলীগের হামলার কারণে হল থেকে বের করে আনতে পারছেনা। এ ব্যাপারে অসহায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং হল প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও সহায়তা কামনা করেছেন। অন্যদিকে কিছু ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ক্যাম্পাসের আশপাশের এলাকাগুলোতে অবস্থান করলেও তারা নিজেদের কোন প্রয়োজনে ক্যাম্পাসে আসামাত্র ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করছে। গত কয়েক দিনে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ছাত্রদলের প্রায় ১২/১৫ জন নেতা-কর্মীকে পিটিয়ে আহত করেছে। এসব ঘটনায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সুষ্ঠু বিচারের জন্য থানায় মামলা দায়ের করতে গেলেও তাদের কোন মামলা থানায় গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া প্রায় ৯১ জন ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা হল থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্যাম্পাসের বাহিরে অবস্থান করছে। ছাত্রলীগের চাঁদা দাবী ও প্রাণনাশের হুমকির কারণে আতংকে ক্যাম্পাসের বাহিরে অবস্থান করছে। তবে ছাত্রদলের স্মারকলিপির ব্যাপারে পুলিশ কমিশনার, মেয়র লিটন ও রাবির ভিসি একে অন্যের ওপর দায়ভার চাপিয়েছেন। ছাত্রদল শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, সকলের সহাবস্থান নিশ্চিত করা ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানালেও মেয়র লিটন ও রাবি ভিসি প্রফেসর ড. মমনুনুল কেরামত এটি পুলিশের দায়িত্ব উল্লেখ করে এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসন এটা রাবি প্রশাসনের দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ রাবি শাখার সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ছাত্রদলের এ অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করে বলেন, ক্যাম্পাসে সকলের সহাবস্থান নিশ্চিত হয়েছে। তবে কেউ যদি কোন কারণ ছাড়াই আতঙ্ক মনে করে এসব অভিযোগ করে তাহলে তাদের কিছু করার নেই বলে তিনি জানান।